নীতি সারাংশ

কাজের মূল্যঃ ঢাকা, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী তরুণদের পারিশ্রমিক প্রদেয় কাজের পথে অন্তরায় ও তাঁর প্রভাব

স্বীকৃতি

এই নীতি সারাংশ গবেষক ইঙ্গা হাইশেল্ট এর এম এ গবেষণামূলক প্রবন্ধের ভিত্তিতে রচনা করেছেন এদানুর ইয়াযিজে।
তাঁর একাডেমিক সেবাসমূহের ব্যপারে বিস্তারিত জানতে খোঁজ করুনঃ
https://yazicitranslationservices.wordpress.com/

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক, পারিশ্রমিক প্রদেয় শ্রম বেশির ভাগ মানুষের জন্যই অর্থনৈতিক সাফল্যের চাবিকাঠি। অনেক অংশেই আমরা যে কাজ করি তা আমাদের সামাজিক মর্যাদা, আত্মমূল্য, এবং আমাদের জীবনের বস্তুগত মানের নির্ধারক। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও এর ব্যতিক্রম নয়। আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি যেখানে আমাদের মূল্য নির্ধারিত হয় আমাদের বস্তুরুপে সমাজে অবদান করার ক্ষমতার উপর। তাই প্রতিবন্ধীদের পারিশ্রমিক প্রদেয় শ্রমের প্রশ্ন বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

পারিশ্রমিক প্রদেয় শ্রম প্রতিবন্ধী তরুণদের জীবনে তাদের নিজস্ব ভাবমূর্তি নির্ধারণে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই নীতি সারাংশে ঢাকার প্রতিবন্ধী তরুণদের শ্রমের পথে অন্তরায় এবং তা হ্রাস করার উপায় সংক্রান্ত গবেষণা পরিবেশিত হয়েছে। গবেষণার আবিষ্কার নীতি নির্ধারক, সুশীল সমাজের ব্যক্তিগণ, ও গবেষকদের জন্য পরামর্শ আকারে পরিবেশিত হয়েছে।

"আমার যখন কোন কাজ থাকে না, তখন মানুষ আমাকে প্রতিবন্ধী ভাবে। আমার যখন কাজ থাকে, তখন আমাকে আর প্রতিবন্ধী ভাবে না, আমাকে সম্মান করে।" সামির

সূচনা

এই নীতি সারাংশে পরিবেশিত গবেষণার আবিষ্কারসমূহের ভিত্তি পারিশ্রমিক প্রদেয় শ্রমের সাথে তরুণদের তাঁদের পরিবারে এবং সমাজে আত্মভাবমূর্তি এবং সামাজিক মর্যাদার সম্পর্কের অনুসন্ধান। সাক্ষাৎকার নেয়া দশজন তরুণদের সকলেই বেশ জোরালভাবে তাঁদের কর্মক্ষমতায় বিশ্বাস করে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা করে। পারিশ্রমিক প্রদেয় শ্রম তাঁদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে ও তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এখানে এটিও আবিষ্কৃত হয়েছে যে পারিবারিক সমর্থন কাজ অধিগমন করতে তাদের সক্ষম করেছে।

এই সারাংশ এমন সব সম্ভাব্য নীতিতে অবদান রাখে যা সামাজিক কাঠামোর নিপীড়িত ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অভিজ্ঞতার সাথে পারিশ্রমিক প্রদেয় কাজের মতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যে সব উপায়ে প্রভাব বিস্তার করে ও একে ওপরের সাথে যোগাযোগ করে তাদের মধ্যে সফলভাবে হস্তক্ষেপ করে।

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অন্তরায় প্রতিবন্ধী তরুণদের ক্ষমতা ব্যাহত করে - যার মধ্যে রয়েছে অন্তরায়পূর্ণ মনোভাব, নিরাপদ পরিবহনের অভাব, শিক্ষালাভে অন্তরায় ও আর্থিক অন্তরায়। এসব বাঁধা প্রতিবন্ধী তরুণীদের ক্ষেত্রে আরও বিবর্ধিত।

পদ্ধতি এবং ফলাফল

বাংলাদেশ অনেক দিন ধরে শোষণমূলক কর্ম পরিবেশের কারণে বিতর্কের পুরোভাগে রয়েছে। একইসাথে প্রতিবন্ধীদের জন্য আরও সমেত কর্মক্ষেত্র তৈরি করার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রতীয়মান অসঙ্গতি সেইসাথে উঠতি বাংলাদেশি প্রতিবন্ধী স্বপ্রতিবন্ধীমূলক আন্দোলনের কারণে এই স্থান গবেষণার জন্য আদর্শ।

- এই গবেষণার প্রেরণা প্রতিবন্ধী তরুণদের কথার মূল্য দেয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁদেরকে পারিশ্রমিক প্রদেয় শ্রম ও তা পাওয়ার পথে বাঁধার ব্যাপারে আলোকিত করা।
- একটি নারীবাদী বস্তুগত কাঠামো এখানে অনুসরণ করা হয়েছে যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মূল্য দেয় কিন্তু ধারনা করে যে সেসব অভিজ্ঞতা কাঠামোগত বস্তুগত পরিবেশসরূপ গঠিত।
- ১৮-৩১ বছর বয়সী বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাসহ দশজন অংশগ্রহণকারী ও তিনজন নীতি নির্ধারকের আধা-কাঠামোগত সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে।
- অংশগ্রহণকারীদের স্থানীয় স্বপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে।
- দশজনের মধ্যে পাঁচজন সফলভাবে চাকরি পেয়েছে বা চাকরির অভিজ্ঞতা রয়েছে।
- মেয়ে এবং ছেলের অনুপাত ছিল ৫:৫।
- গবেষণার কাঠামোর ভিত্তি প্রতিবন্ধকতার সামাজিক মডেল।

"পরিবার আর অন্যান্যরা মনে করে প্রতিবন্ধকতা একটা অসুখ। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে প্রতিবন্ধকতা কোন অসুখ নয়।" রাফিদ

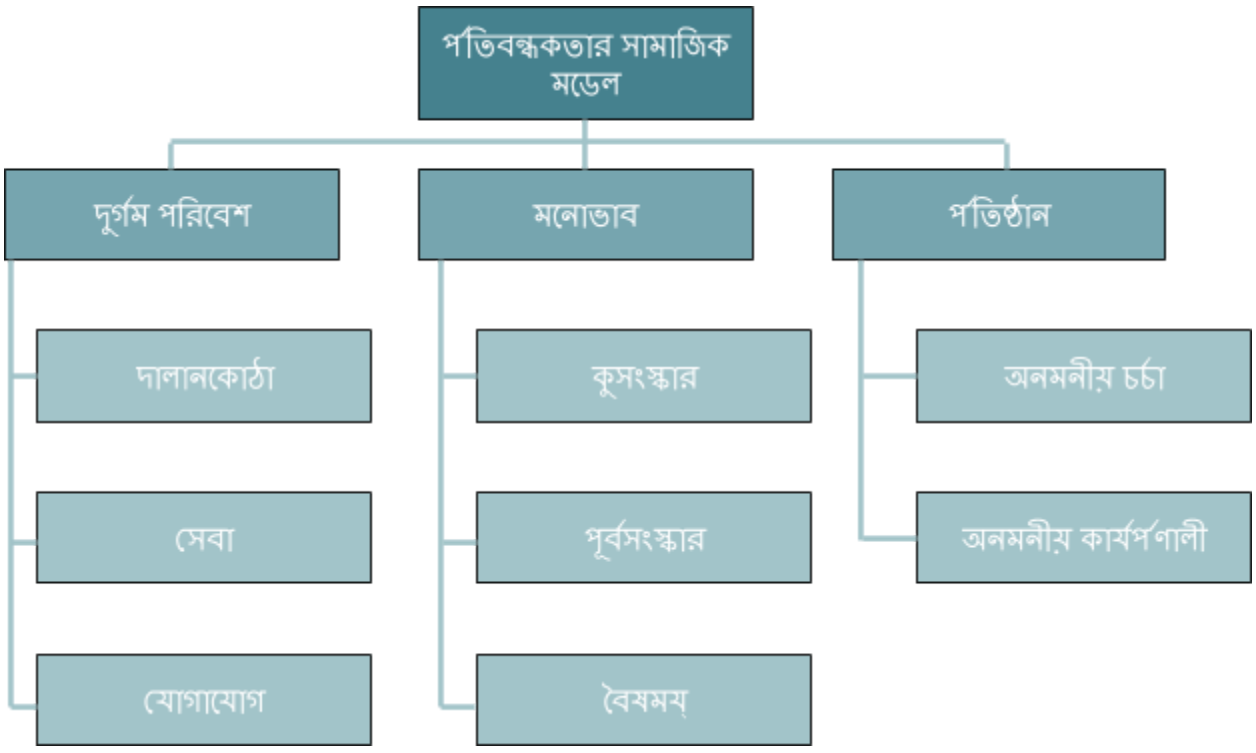

- দেখা গেছে যে দশজনের মধ্যে ছয়জনের পরিবার তাঁদের কর্মক্ষমতায় বিশ্বাস করেছিল যা তাঁদেরকে কাজ শিখতে উৎসাহিত করেছে। এর মধ্যে বেশিরভাগই কাজ পেতে সফল হয়েছে।
- দশজনের মধ্যে তিনজন প্রতিবন্ধী আয় সুবিধা পায়নি।
- লিঙ্গভেদে কাজের প্রতিকূলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

"আমার বাবা-মা আমার জন্য বিয়ে ঠিক করেছিল, তাঁরা একটা ছেলে ঠিক করে, তাঁকে তিন চারবার ঘুষ দেয়, কিন্তু আমি তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হইনি, কারণ আমার তালাকের ভয় ছিল। ছেলেরা শুধু সুন্দর মেয়ে চায়, কিন্তু যদি সেইসব মেয়েদের আমার মতো প্রতিবন্ধকতা থাকে, তাহলে তাঁরা আর তাঁদেরকে ভালবাসে না। তাই আমি ঠিক করি বিয়ে করব না - কিন্তু আমি জানি আমার শিক্ষা আর আমার চাকরি আমাকে ছেড়ে যাবে না।" সায়ারি

- অংশগ্রহণকারীরা পরিবারের বোঝা হওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল।
- প্রতিবন্ধী তরুণদের চাকরি না থাকলেও আত্মবিশ্বাস ছিল উঁচু।
- এটি আবিষ্কৃত হয়েছে যে আর্থিক অবদানের ক্ষমতা প্রতিবন্ধীদের সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজের সাথে যোগাযোগ পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে, যা তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও আত্ম-ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।
- কিন্তু এছাড়া এটাও দেখা গেছে যে চাকরিতে থাকা প্রকাশ্যে ও কর্মক্ষেত্রে নতুন বৈষম্যমূলক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করতে পারে যার ফলে প্রতিবন্ধী তরুণরা বৈষম্যের বর্ধিত ঝুঁকিতে থাকে।

"আমি কেবল পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট পেশাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম, ঘনঘন হত, খুব ঘনঘন হত। ডাক্তার বলেছেঃ "তো কী হয়েছে? এটা কোন ব্যাপারই না। পেশাব বের হলে বের হবে।" আমার ভাই বললঃ "আমরা এখানে এসেছি আপনার কাছ থেকে একটা সমাধানের জন্য, কারণ সে অফিসে যাচ্ছে, আর তাঁর সামাজিক কাজকর্ম রয়েছে।" ডাক্তার বললঃ ""দরকার কী? ঘরে থাকলেই হয়।" একজন সক্রিয় কর্মী

সংশ্লেষ ও সুপারিশ

গবেষণার স্পষ্ট সংশ্লেষ ছিল যে যদিও প্রতিবন্ধী তরুণদের রয়েছে উচ্চ প্রত্যাশা এবং তাঁরা নিজেদের ক্ষমতায়ন ও সামাজিকভাবে ও বস্তুগতভাবে স্বাধীনতা লাভ করার জন্য চাকরি পেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তবুও চাকরি পেতে এবং তা রক্ষা করতে রয়েছে কিছু উল্লেখযোগ্য অন্তরায়।

এই পরিচ্ছেদে, প্রতিবন্ধকতার সামাজিক মডেল অনুযায়ী গবেষণার সংশ্লেষ এবং নীতি সুপারিশ পরিবেশিত হবে। পরবর্তীতে, নীতি নির্ধারক ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠান ও গবেষকদের কাছে নির্দিষ্ট সুপারিশ করা হবে।

সামগ্রিকভাবে এটা স্পষ্ট যে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে চাকরি খোঁজার ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। এটা স্পষ্ট যে পারিশ্রমিক প্রদেয় কাজ বা পারিশ্রমিক প্রদেয় কাজের সম্ভাবনা নিজস্ব ভাবমূর্তি, আত্মবিশ্বাস ও সমাজে স্বীকৃতি উন্নত করে। তারপরেও সফল দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের পথে রয়েছে বহুসংখ্যক বাঁধা যা লিঙ্গদ্বারা প্রভাবিত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অন্তরায়পূর্ণ মনোভাব, নিরাপদ পরিবহনের অভাব, শিক্ষালাভে অন্তরায় ও আর্থিক অন্তরায়।

"[চাকরি পাওয়ার] আগে আমার কোথাও যেয়ে কথা বলার শক্তি ছিল না, এখন আমার আর সেরকম লজ্জা লাগে না, আর আমি জানি যে আমার পৃথিবী আমার।" রাতুল

পরিবেশ ও অভিগম্যতা

১। সঙ্গত অভিযোজন

এই গবেষণার একটি মুখ্য আবিষ্কার ছিল যে নিয়োগকর্তারা প্রতিবন্ধী কর্মীদের জন্য সঙ্গত অভিযোজন করতে প্রায়ই ব্যর্থ হয়। যদিও পাবলিক সেক্টরে ১০% কোটা রয়েছে প্রতিবন্ধীদের জন্য, তা কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হয় না। উপরন্তু, যদিও কোটা বাস্তবায়িত হয়, প্রয়োজনীয় অভিযোজন করা হয় না। এসব অভিযোজনসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়ঃ

ক। কর্মক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধী তরুণদের অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে তাঁদের জন্য সক্রিয় প্রশিক্ষণ।

খ। প্রতিবন্ধীদের জন্য পাবলিক সেক্টরে চাকরির আবেদন করার সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ থেকে বৃদ্ধি করা।

গ। প্রতিবন্ধীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিকর উদ্বাসন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা (যেমন ফ্যাক্টরিতে ইত্যাদি)।

ঘ। অভিগম্য টয়লেটের ব্যবস্থা করা।

ঙ। অভিগম্য কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা।

এসবের জন্য দেখা গেছে যে অভিগম্যতার সুব্যবস্থা ও প্রতিবন্ধী কর্মীদের সহায়তার খরচের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

২। পরিবহন অবকাঠামো

নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও অভিগম্য পরিবহন ব্যবস্থার অভাব সক্রিয়তা সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে এবং তাতে পারিশ্রমিক প্রদত্ত কাজ খুঁজে পাওয়া ও সেই কাজ ধরে রাখার সম্ভাবনা হ্রাস পাচ্ছে। এর প্রতিকার হিসেবে নিম্নলিখিতগুলো প্রয়োজনঃ

ক। দৃষ্টি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য উন্নত অভিগম্যতার বাস সময়সূচি অনুযায়ী চলা ও নির্দিষ্ট বাস স্টপে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থামা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

খ। হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের অভিগম্যতার সুবিধার্তে রাস্তার অবকাঠামো উন্নত করা।

"আমার চেনা একজন মেয়ে [...] সে পোশাক কারখানায় কাজ করে, সে হয়তো ৬০০০ থেকে ৭০০০ টাকা পায় প্রতি মাসে। কিন্তু সে থাকে কারখানা থেকে ৩ কিমি দূরে, আর ক্রাচ ব্যবহার করে, সে যদি রিকশায় দৈনিক ৪৫০ টাকায় আসাযাওয়া করে, তাহলে মাসিক ৪৫০০ - সে খুবই গরিব, তাহলে তাঁর পরিবারকে খাওয়াবে কীভাবে? এর জন্য সে ক্রাচ নিয়ে কারখানার দিকে হাঁটা শুরু করে ভোর ৫টায়, কাজ শুরু হওয়ার তিন ঘন্টা আগে, আর রাতে হেঁটে বাসায় ফিরে, পৌঁছায় রাত ৯টা বা ১০টার দিকে। এই জন্য চাকরি রাখা খুবই কঠিন।" মালিহা (এক বান্ধবীর গল্প বলতে গিয়ে)

৩। লিঙ্গ

দেখা গেছে যে প্রতিবন্ধীদের জন্য লিঙ্গ একটি প্রতিবন্ধক। তিনজন অংশগ্রহণকারী গণপরিবহন ব্যবহারকে পুরুষদের তুলনায় নারীদের জন্য আরও বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচনা করে। একজন অংশগ্রহণকারী মনে করেন যে প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য সমলিঙ্গ পরিবেশ উপকারী হতে পারে।

"আমরা প্রতিবন্ধী নারীরা যখন বাইরে যাই বা অফিসে যাই, আমাদের ঠিকভাবে কাপড় পড়তে হয়, ওড়না (ঐতিহ্যবাহী শাল) ব্যবহার করতে হয় কিন্তু নারীরা যদি ক্রাচ ব্যবহার করে, তাহলে ওড়না সামলান এত সহজ না। এছাড়াও বাংলাদেশি লম্বা কাপড় নারীদের জন্য সামলান কঠিন। কিন্তু পুরুষরা যেকোনো কাপড় পড়তে পারে, আর তাঁরা সবধরনের যানবাহন নিজেরা একসাথে ব্যবহার করতে পারে।" মালিহা

<u>মনোভাব</u>

১। পরিবার

দেখা গেছে যে আর্থিক ও তথ্যগত সহায়তা প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়নের জন্য আবশ্যক। অতএবঃ

ক। সামাজিকভাবে ও বস্তুগতভাবে পরিবারদের সহায়তা করার কৌশল প্রয়োজন।

খ। প্রতিবন্ধীরা স্বভাবগতভাবেই অচল এমন মনোভাব চ্যালেঞ্জ করার কৌশল প্রয়োজন।

২। নিয়োগকর্তা

সকল অংশগ্রহণকারীর মতেই নিয়োগকর্তা ও জনগণের কাছ থেকে নেতিবাচক আচরণ ও অজ্ঞতা চাকরি খুঁজে পাওয়ার পথে বড় বাঁধা। তাঁর ফলে, প্রতিবন্ধীদের কাজ করার ক্ষমতার কথা প্রচার করে জরুরী।

৩। সমাজ

দেখা গেছে যে অবৈষম্যমূলক নিয়োগকর্তা এবং আরও বিস্তৃত সমাজের সাথে সংযুক্ত হতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, প্রতিবন্ধীদের জন্য বিচিত্র যোগাযোগ মাধ্যম গড়া ও শক্তিশালী করার ফলপ্রসূ কৌশল আবশ্যক।

প্রতিষ্ঠান

১। শিক্ষা

যদিও সাধারণ স্কুলে প্রতিবন্ধী ছাত্র বৃদ্ধি করার উদ্যাগ নেয়া হয়েছে, একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে ভর্তি হওয়া ৭০% ছাত্রই পড়াশোনা শেষ করার আগেই বাদ পরে যায়। দেখা গেছে যে অন্তর্ভুক্তিকর শিক্ষায় শিক্ষকদের সীমিত প্রশিক্ষণ রয়েছে। শিক্ষাগত অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনঃ

ক। শ্রেণীকক্ষে ভিড় কমান।
খ। সহজলভ্য সংস্থান বৃদ্ধি করা।
গ। অন্তর্ভুক্তিকর শিক্ষায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ করা।
ঘ। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাগত সুযোগে আরও বৈচিত্র্য আনা।

২। আর্থিক

তিনজন অংশগ্রহণকারী বলেছে যে আর্থিক সুবিধা ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সুদহীন ঋণের অভাব সম্ভাব্য পেশাদারিত্ব রোধ করেছে বা বিলম্বিত করেছে। এর ফলে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে প্রতিবন্ধীদের ও প্রতিবন্ধী জোটদের আর্থিক সাহায্য করতে সক্ষম তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৩। প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠান

দেখা গেছে যে প্রতি তৈরি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তরুণদের চাকরি, সহায়তা ও পারস্পরিক সংহতি খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। এটা পরিষ্কার যে প্রতিবন্ধীদের সংহতি ব্যবহার করে তথ্য প্রচার করা, সচেতনতা বৃদ্ধি করা, অন্যকে শিক্ষাদান করা এবং সামাজিক রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ করা ক্ষমতা রয়েছে স্বপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানদের।

নীতিনির্ধারকদের প্রতি সুপারিশ

- জাতিসংঘের সিআরপিডির জন্য উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করা।
- পার্শ্ব শ্রম নীতি দাবি ও বাস্তবায়ন করা।
- প্রতিবন্ধকতার চিকিৎসাগত ও ব্যক্তিগত সংজ্ঞা থেক দূরে সরে আসা।
- প্রতিবন্ধকতাকে শুধুমাত্র সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমস্যা হিসেবে না দেখে একটি সমষ্টিগত সমস্যা হিসেব্যে দেখা।
- সাধারণ জনগণ ও প্রতিবন্ধী মানুষ যে সম এবং তাঁদের চাহিদাও যে এক তা উপলব্ধি করা।
- পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা, সকল মন্ত্রণালয়তেই সামগ্রিক নীতি বাস্তবায়ন করা।
- প্রতিবন্ধী আয় সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- শহর ও গ্রামের বিভক্তির কারণে প্রতিবন্ধী আয় পাওয়ার অসুবিধা মোকাবেলা করা ও দুর্গম এলাকায় পৌঁছানো।

"সরকারি কর্মকর্তারা ধূমপানের পেছনে মাসিক ২০০০ টাকা ব্যয় করে, তাহলে মাসিক [প্রতিবন্ধী আয়] ৫০০ টাকা একজন প্রতিবন্ধী মানুষের বাঁচার জন্য কিভাবে [যথেষ্ট]?" মাহমুদ

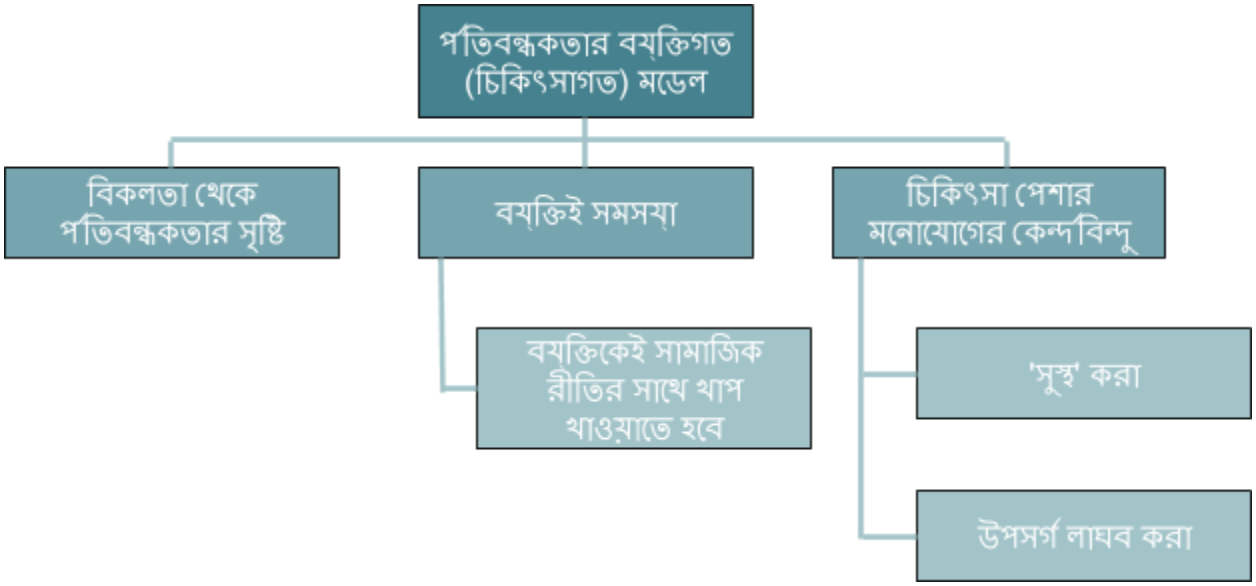

সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানদের প্রতি সুপারিশ

- প্রতিবন্ধী তরুণদের পরিবারদের সহায়তা ও শিক্ষাদান করুন, সেই সাথে পরিবারের ভেতরে প্রতিবন্ধকতার প্রাধান্যপরম্পরা সম্বন্ধে সচেতন থাকুন।
- সামাজিক ও তথ্যসংক্রান্ত যোগাযোগ মাধ্যম তৈরি করুন।
- যেসব অভিগম্য নিয়োগকর্তাসমূহ প্রতিবন্ধী মানুষদের চাহিদা পূরণ করতে পারবে, তাঁদের নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করুন।
- ক্ষুদ্র ঋণ ও স্বল্প ঋণের উদ্যোগের ব্যাপারে তথ্য প্রদান করুন।
- প্রতিবন্ধী অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করুন।
- সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করুন।
- সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও কাজ করার পথে মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগপ্রবণ বাঁধা চ্যালেঞ্জ করুন।
- প্রতিবন্ধী মানুষদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা উৎসাহিত করুন।

গবেষকদের প্রতি সুপারিশ

- সচেতনতা বৃদ্ধি প্রচারণার সামগ্রিক কার্যকারিতা বিবেচনা করুন।
- নীতি পত্র বিশ্লেষণ করুন।
- পারিবারিক সহায়তার নির্ধারক উদ্ঘাটন করুন।
- প্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়োগ করা কি তাঁদের প্রতি ইতিবাচক আচরণ তৈরি করে কিনা তা বিবেচনা করুন।

উপসংহার

সামগ্রিকভাবে, দেখা গেছে যে আর্থিক অবদান করার ক্ষমতা প্রতিবন্ধী মানুষদের সামাজিক সম্পর্ক ও মিথষ্ক্রিয়া পরিবর্তন করার এবং আত্ম-ভাবমূর্তিকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, প্রতিবন্ধীদের অন্তরায়, যা প্রতিবন্ধী তরুণদের সম্ভাবনা ব্যাহত করে, চ্যালেঞ্জ করতে বেশ কিছু নীতি উত্থাপিত করা হয়েছে।